Rajshahi University journal of arts & law Vol. 53 (2025) pp. 61-70
ISSN 2309-0898 (Print), 2408-8773 (Online)
https://doi.org/10.64102/rujal.0708

স্পেনের কবি ইবন যায়দূন ও তাঁর কাব্যে বিষয়বৈচিত্র্য
[Spanish Poet Ibn Zaidun and Variety of Themes in his Poetry]

ড. ছালেকুজ্জামান খান*

Abstract

Muslims ruled Spain for 781 years (711-1492). They established Spain as the center of education, culture, science and civilization in Europe at that time. They contributed to every branch of literature. They embraced Arabic as their spoken and literary language. In that era, numerous poets, writers and scholars made significant contributions to various branches of Arabic literature. Ibn Zaidun is one of the most famous poets of Spain. He is better known as a poet because of his extraordinary contribution to prose as well as poetry. The Poet's life has a significant impact on his poetry. His first love inspired him to write love poems. He showed extraordinary mastery in love poetry. Later, during his imprisonment he sought the favor of the Caliph and contributed to the composition of poems in his praise. One of the notable events his in life is joining politics and becoming a minister. Being a politician and efficient administrator, he held ministerial duties several times. His poetry has impact on the political situation of his time which is remarkable. The nature of Spain is revealed in Ibn Zaidun's poetry. He presents a uniquely simple poetic form combining love with nature. He is called the poet of love and nature as his poems have a wonderful blend of love and nature. His poetry is so rich in rhetoric, art and variety topic that it inspired many western poets. Ibn Zaiduns contribution to Arabic literature in Spain is ever-remembered with dignity and sincerity.

Keywords: Poet Ibn Zaidun biography, Variety of themes in his poetry, Ghazal, Panegyric, Elegy.

ভূমিকা

মুসলমানগণ ৭১১-১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৭৮১ বছর স্বগৌরবে স্পেনকে শাসন করে। তারা তৎকালীন ইউরোপে শিক্ষা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে স্পেনকে বিশ্বদরবারে পরিচিত করে তুলে। তারা আরবি ভাষাকে নিজেদের ভাষা ও সাহিত্য রচনার ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে এবং সাহিত্যের প্রতিটি শাখাতেই অবদান রাখতে সক্ষম হয়। তৎকালীন যুগে অসংখ্য কবি, সাহিত্যিক ও লেখক তাদেও প্রতিভা ও সাধনার মাধ্যমে আরবি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ইবন যায়দূন তৎকালীন স্পেনের অন্যতম খ্যাতনামা কবি। গদ্য সাহিত্যের পাশাপাশি কাব্য সাহিত্যেও অসাধারণ অবদান রাখার কারণে তিনি একজন কবি হিসেবে অধিক পরিচিত। কবির বৈচিত্রময় জীবন প্রবাহ তাঁর সাহিত্যকে নানা ভাবে প্রভাবিত করে। বিশেষত তাঁর কবিতার বিষয়বৈচিত্রে এর প্রভাব লক্ষ্যণীয়। কবির প্রথম জীবনের প্রেম তাঁকে প্রেমের কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। যার ফলে তিনি প্রেমমূলক কবিতায় অসাধরণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করেন। পরবর্তীতে কবির কারাগারে কাটানো সময়ে খলীফার দয়া ও অনুগ্রহ কামনা করে তাঁর প্রশংসায় কবিতা রচনায় অবদান রাখেন। কবির জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো রাজনীতিতে যোগদান ও মন্ত্রিত্ব লাভ করা। তিনি একজন রাজনীতিবিদ ও দক্ষ প্রশাসক হওয়ায়

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫, বাংলাদেশ;
ই-মেইলঃ khanjaman2009@ru.ac.bd

একাধিকবার মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পালন করেন। তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার উপর তাঁর কবিতার প্রভাব লক্ষ্যণীয়। ইবন যায়দূনের কবিতায় স্পেনের প্রকৃতির কথা ফুটে উঠেছে। তিনি প্রেমকে প্রকৃতির সাথে মিলিয়ে এক অনন্য সাধারণ কাব্যিক রূপ উপস্থাপন করেছেন। তাঁর কবিতায় প্রেম ও প্রকৃতির অসাধরাণ মিশ্রণ পাওয়া যায় বলে তাঁকে প্রেম ও প্রকৃতির কবি বলা হয়। তাঁর কবিতা শিল্প, অলংকার ও বিষয়বৈচিত্রে এতটাই সমৃদ্ধ ছিল যে, পাশ্চাত্যের অনেক কবি তাঁর অনুসরণ করেন। স্পেনের আরবি সাহিত্যে ইবন যায়দূন তাঁর অবদানের জন্য অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

ইবন যায়দুনের জীবন পরিক্রমা

জন্ম ও শিক্ষালাভ

স্পেনের অন্যতম কবি ইবন যায়দুনের প্রকৃত নাম আহমাদ। তাঁর উপনাম আবুল ওয়ালীদ ও আবু বকর। তিনি আরবি সাহিত্যে ইবন যায়দূন নামেই অধিক পরিচিত। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো- আবুল ওয়ালীদ আহমাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন গালিব ইবন যায়দুন আল-মাখযূমী আল-আন্দালূসী আল-কুরতুবী।[১] তিনি ৩৯৪ হিজরী/১০০৩ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের কর্ডোভা নগরীতে হিশাম ইবন আল-হাকাম ইবন আব্দুর রহমান আন-নাসির[২]-এর শাসনামলে মাখযুম গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৩] ইবন যায়দুনের পিতা ছিলেন একজন বিদ্বান, সম্পদশালী ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। ফলে নিজ পিতার নিকট তাঁর শিক্ষার হাতেখড়ি হয়। কবির বাল্যকাল থেকেই তাঁর শিক্ষালাভের প্রতি তাঁর পিতা অধিক যত্নবান ছিলেন। নিজ সন্তানের উন্নত শিক্ষা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কর্ডোভার বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন। ফলে ইবন যায়দূন অল্প বয়সেই বহু কবিতা, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, সীরাত, প্রজ্ঞাপূর্ণ বাক্য, প্রবাদ-প্রবচন ও ভাষার জ্ঞান লাভ করেন। তৎকালীন স্পেনে কর্ডোভা ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র। ইবন যায়দূন কর্ডোভার খ্যাতনামা ও প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করে নিজের জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেন।[৪] ইবন যায়দূন তাঁর পিতার বন্ধু কর্ডোভার বিশিষ্ট বিদ্বান আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন যাকওয়ান (৯৫৩-১০২২খ্রি.)-এর নিকট শিক্ষালাভ করেন। কবির শিক্ষাগুরুর মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রখ্যাত নাহুবীদ, সাহিত্যিক, আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিদগ্ধ পণ্ডিত আবু বকর মুসলিম ইবন আহমাদ আল-কায়সী (১০৫৭-১১৪৭খ্রি.)।[৫] কবির জীবনে উন্নত শিক্ষার যে প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তা নিয়ে কবি নিজেই গর্ববোধ করতেন। তিনি বলেন-

وَنَجَّدَنِي عِلْمٌ تَوَالَتْ فُنُونُهُ * كَمَا يَتَوَالَى فِي النِّظَامِ سِخَابُ[৬]

[এমন জ্ঞান ভাণ্ডার আমাকে মার্জিত করেছে যার শিল্পসমূহ অব্যাহত আছে। যেমন কণ্ঠহারে ফুলগুচ্ছ একটির সাথে অন্যটি মিলে মিশে থাকে।]

ওয়াল্লাদার সাথে প্রণয় ও কারাবরণ

কবি ইবন যায়দূন খলীফা মুহাম্মাদ আল-মুসতাকফী বিল্লাহ[৭] (৯৭৬-১০২৫খ্রি.)-এর কন্যা ওয়াল্লাদার (৯৯৪-১০৯১খ্রি.) সাথে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। ওয়াল্লাদা ছিলেন তৎকালীন সময়ের অন্যতম সুন্দরী রাজকন্যা। রুপ-লাবণ্য, শিক্ষা-দীক্ষা এবং সাহিত্যানুরাগী হওয়ায় কর্ডোভাবাসীর নিকট তিনি অধিক পরিচিত ছিলেন।[৮] তাঁর পিতা আল-মুসতাকফী বিল্লাহ তাঁকে উন্নত শিক্ষা-দীক্ষার জন্য খ্যাতনামা বড় বড় বিদ্বান ব্যক্তিদের নিযুক্ত করে দেন। ওয়াল্লাদা তাঁর পিতার মৃত্যুর পর কর্ডোভায় বসবাস করেন। তিনি একজন কবি ও সংস্কৃতিমনা নারী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর গৃহদার কবি সাহিত্যিকদের জন্য দিবারাত্রি অবারিত ছিল। খোলামেলা পোশাকে অভ্যস্ত ওয়াল্লাদার দৈহিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য সাহিত্যামোদী বিভিন্ন মানুষ তাঁর সাহিত্যাসরে ভিড় জমাতো। এমনকি তাঁর আসরে খলীফা-আমীর, মন্ত্রী পরিষদের সদস্য, সাহিত্যিক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গও উপস্থিত থাকত। ইবন যায়দূন ছিলেন ওয়াল্লাদার

সাহিত্যাসরের অন্যতম সদস্য।[৯] তিনি নারী হিসেবে আবেদনময়ী, সাহিত্যিক হিসেবে রসিক এবং প্রেমিক হিসেবে ছিলেন খুবই আকর্ষণীয়। তাঁর পোষাকের বিভিন্ন অংশে নিম্নের চরণটি অঙ্কিত থাকতো।

أَمْكِنُ عَاشِقِي مِنْ صَحْنِ خَدِّي * وَأُعْطِي قُبْلَتِي مَنْ يَشْتَهِيْهَا[১০]

[আমি আমার প্রেমিককে আমার গন্ডদেশে অবাধ হস্তক্ষেপের সুযোগ দেই, আর যে আমার চুম্বনের আশা করে আমি তাকে সে সুযোগটা প্রদান করি।]

ইবন যায়দূন ওয়াল্লাদার প্রেমে পড়ে তাকে উৎসর্গ করে অসংখ্য প্রেমের কবিতা রচনা করেন। তাদের উভয়ের প্রেমের গল্প সাহিত্য আডডার অনেকেই অবগত হয়। ওয়াল্লাদার গৃহে নির্মিত সাহিত্য আসরে অন্যান্য আগন্তুকদের মত মন্ত্রী আবু 'আমের ইবন আব্দূস (মৃ. ১০৭৯খ্রি.)-এরও যাতায়াত ছিল। ফলে এক সময় ইবন আব্দূস ওয়াল্লাদার প্রেমে পড়ে যায় এবং তাকে প্রচণ্ড ভালবেসে তার সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশী হয়ে ওঠে। ওয়াল্লাদাও মন্ত্রীর প্রেমে হাবুডুবু খেতে শুরু করে। উভয়ের মাঝে প্রণয়ের সম্পর্ক চলতে থাকলে সে খবর ইবন যায়দূনের কানে পৌছায়। ইবন যায়দূন মন্ত্রী ইবন আব্দূস-এর নিন্দা ও ভীরুতার কথা প্রকাশ করে একটি পত্র লিখে পাঠান। যে পত্রটি ইতিহাসে আর-রিসালাতুল হাযালিয়্যাহ (الرِسَالَة الهَزلِيّة) হিসেবে পরিচিত।[১১] ওয়াল্লাদার সাথে প্রণয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইবন যায়দূন ও মন্ত্রী ইবন আব্দূস-এর মধ্যকার বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। ইবন আব্দুস ইবন যায়দূনের বিরোধী পক্ষের সাথে মিলিত হয়ে একটি ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সে ইবন যায়দূনের বিরুদ্ধে বিচারালায়ে অভিযোগ করে যে, ইবন যায়দূন জাহওয়ারী বংশ থেকে শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে উমাইয়া বংশের লোকদের নিকট অর্পণের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। পরবর্তীতে এই মিথ্যা অভিযোগে ইবন যায়দূন গ্রেপ্তার হন এবং কিছুদিন কারাগারে দিনাতিপাত করেন।[১২] কারাগার থেকে ইবন যায়দূন আবুল হাযম জাহওয়ারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে কিছু কাসীদা রচনা করেন ও একটি পত্র লিখে পাঠান। পত্রটি আর-রিসালাতুয যাদ্দিয়া (الرِسَالَة الجَدّيَة) নামে পরিচিত। পরবর্তীতে ইবন যায়দূন আবুল হাযমের পুত্র আবুল ওয়ালীদের প্রশংসা করেন এবং তাকে তাঁর পিতার নিকট সুপারিশ করার জন্য মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। এতকিছুর পরও ইবন যায়দূন ক্ষমা পাননি। তিনি উপায়ন্তর না পেয়ে জেলখানা থেকে পালিয়ে যান এবং কর্ডোভায় আত্মগোপনে থেকে জীবন অতিবাহিত করতে থাকেন।[১৩]

রাজ দরবারে গমন ও মন্ত্রিত্ব লাভ

আবুল হাযম জাহওয়ার ৪৩৫ হিজরী/১০৪৩ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করলে তাঁর পুত্র আবুল ওয়ালীদ ইবন জাহওয়ার (৪৩৫-৪৫৭হি.) কর্ডোভার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ইবন যায়দূন আবুল ওয়ালীদের পূর্ব পরিচিত হওয়ায় তাঁর সাথে আরো ঘনিষ্ঠ হন এবং তাঁর প্রশংসাগাথা রচনা করে তাঁর কাছে বিশ্বস্ত বন্ধুতে পরিণত হন। যার ফলে আবুল ওয়ালীদ ইবন জাহওয়ারের অনুকম্পা ও ভালবাসা প্রাপ্ত হন। তিনি তাঁকে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন। ফলে ইবন যায়দূন সেখানে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন।[১৪] এক পর্যায়ে কর্ডোভার জীবন তাঁর কাছে সংকীর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি জীবন-জীবিকার তাগিদে সেভিল[১৫] শহরে আশ্রয় নেন ও সেভিলের শাসক মু'তাদিদ ইবন 'আব্বাদের (১০৬৯খ্রি.) সাথে ঘনিষ্ট হন। মু'তাদিদ ইবন 'আব্বাদ কবির আচার-আচরণ, বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার পরিচয় পেয়ে তার প্রতি মুগ্ধ হয়ে তাঁকে মন্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন।[১৬] ৪৪১ হিজরী/১০৪৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রশাসনিক দক্ষতা এবং বিশ্বস্ততার সাথে মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পালন করায় খলীফা রাজ্য পরিচালনার সকল দায়িত্ব তার হাতে ছেড়ে দেন। এমনকি বিশ্বস্ততার প্রতীক হিসেবে তাঁকে 'যুলওয়াযারাতাইন' বা দ্বিমন্ত্রীত্ব উপাধি প্রদান করা হয়। ৪৬১ হিজরীতে খলীফা মু'তাদিদের ইন্তিকাল হলে তাঁর পুত্র মু'তামিদ খলীফা হন। পিতার অনুরূপ পুত্র মু'তামিদও ইবন যায়দূনকে ভালবেসে তাঁর সান্নিধ্যে

টেনে নেন এবং মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব অর্পন করেন।[১৭] খলীফা আল মু'তামিদের শাসনামলে ইবন যায়দূন আরাম-আয়েশের জীবন অতিবাহিত করেন। অবশেষে তিনি কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ৪৬৩ হিজরী/১০৭১ খ্রিষ্টাব্দে সেভিলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।[১৮]

ইবন যায়দূন-এর কাব্যে বিষয়বৈচিত্র্য

ইবন যায়দূন বিশ্ব আরবি সাহিত্যের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি তাঁর সমকালীন স্পেনের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁকে প্রাচ্যের আল-বুহতরী বলে আখ্যায়িত করা হয়। কাব্য সাহিত্যের পাশাপাশি গদ্য সাহিত্যেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি একজন অগ্রগামী ও বিশুদ্ধভাষী কবি ছিলেন।[১৯] তিনি তাঁর মাতৃভূমিকে ভালবেসে কবিতা রচনা করেন, তিনি নিজের আবেগ-অনুভূতি, চিন্তা-চেতনা, আনন্দ-বেদনা, প্রেমানুভূতি ও জীবন ঘনিষ্ট বিষয়গুলো হৃদয়ের আকুতি মিশিয়ে কবিতার ভাষায় ফুটিয়ে তুলেন। তিনি অর্থ উপার্জন ও সুখ্যাতি অর্জনের মাধ্যম হিসেবে কবিতাকে গ্রহণ করেননি। তিনি কবিতাকে হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছেন এবং নিজের সত্ত্বা দিয়ে উপলব্ধি করেছেন।[২০] ইবন যায়দূনের কবিতার ভাষা সাধারণত সহজ, সাবলীল ও অলংকার পূর্ণ হতো। তাঁর কবিতা দুর্বোধ্য ও কঠিন শব্দের ব্যবহার থেকে মুক্ত থাকত।[২১] আরবি কাব্য সাহিত্যের প্রতিটি শাখাতেই ইবন যায়দূনের পদচারণা লক্ষ্য করা যায়। তিনি বিশেষ করে খলীফা তনয়া ওয়াল্লাদার প্রেমে পড়ে তাঁর হৃদয়ের প্রেমানুভূতি, অভিসার, মিলন ও বিরহের গল্পগুচ্ছকে পূজিঁ করে প্রেমগাথা রচনা করেন। পরবর্তীতে কবি মিথ্যা অভিযোগে কারাগারে অন্তরীণ থাকাবস্থায় খলীফার প্রশংসা করে অনুগ্রহ ও দয়া কামনা করে কাসীদা রচনায় অবদান রাখেন। তিনি প্রশংসাগাথা ও শোকগাথা রচনায়ও প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[২২] ইবন যায়দূনের বিশাল কাব্য ভাণ্ডার তাঁর সমৃদ্ধ দীওয়ানে সংরক্ষিত আছে। তাঁর দীওয়ানটি অধ্যাপক কামিল কীলানী ও অধ্যাপক আব্দুর রহমান খলীফা প্রকাশ করেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এর মূদ্রণ পাওয়া যায়। নিম্নে তাঁর কবিতার বিষয়বৈচিত্র তুলে ধরা হলো।

প্রেমগাথা (الغزل)

গজল (الغزل) এর আভিধানিক অর্থ হলো- নারীদের সাথে খেল-তামাশা করা, তাদের সাথে কথা বলা, নারীকে ভালবাসা ও তার বর্ণনা প্রদান করা ইত্যাদি।[২৩] পরিভাষায় গজল হলো- নারীর প্রতি ভালবাসা, প্রেম ও বিরহ-বিচ্ছেদের বর্ণনা তুলে ধরে কবিতা রচনা করা।[২৪] প্রেমগাথা রচনায় ইবন যায়দূন অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। তাঁর দীওয়ানের এক তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে তাঁর প্রেমমূলক কবিতা। প্রেমের কবিতায় তিনি চিন্তার প্রসারতা, কল্পনার বিশালতা, একনিষ্ট ভালবাসা ও অন্তরের আবেগ ও মনের অনুভূতির প্রশস্থতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।[২৫] মিসরীয় সাহিত্যিক ও সমালোচক ড. শাওকী দায়িফ (১৯১০-২০০৫ খ্রি.) ইবন যায়দূনের প্রেমের কবিতাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রেমের প্রথম ধাপ তথা হৃদয়ে আকর্ষণবোধ করে কবিতা রচনা করা। দ্বিতীয় ধাপ তথা প্রেমের গভীরতায় হাবুডুবু খাওয়া এবং কবিতার ভাষায় তার বহি:প্রকাশ করা। তৃতীয় ধাপ তথা বিদায় বেলার দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আক্ষেপ করে কবিতা রচনা করা। কবি প্রেমের প্রতিটি পর্যায়কেই কবিতার ভাষায় চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।[২৬] কবি তাঁর হৃদয়ের ভালবাসা প্রকাশ করে বলেন-

يا لَيْتَ مَا لَكَ عِنْدِي * مِنَ الهَوى لِيَ عِندَكْ
كَطُولِ لَيلِيَ بَعْدَكْ * فَطالَ لَيلُكَ بَعدِي[২৭]

[হায়! আমার নিকট তোমার জন্য যে ভালবাসা জমা আছে, যদি তোমার অন্তরেও আমার প্রতি সেই ভালবাসা জন্মাত। তাহলে আমাকে ছাড়া তোমার রাত দীর্ঘ হত। যেমন তোমাকে ছাড়া আমার রাত দীর্ঘ হয়েছে।]

উল্লিখিত পংক্তিদ্বয়ে কবি তার প্রেমের গভীর বেদনা, মনের আকুলতা এবং স্বতন্ত্র অভিব্যক্তির এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। প্রেমমূলক কবিতা রচনায় ইবন যায়দূন প্রাচ্যের পূর্ববর্তী কবিদের অনুকরণ করেন। তাঁর প্রেমগাথার বৈশিষ্ট্য ছিল প্রথমে প্রশংসা অত:পর উটের বর্ণনা যার দ্বারা তিনি প্রেয়সীর বসতবাড়িতে গমন করতেন। তৎকালীন স্পেনে যদিও উট পাওয়া যেতনা তদুপরি তিনি অন্যান্য কবিদের অনুকরণে কবিতায় বাহন হিসেবে উটের বর্ণনা উল্লেখ করেন।[২৮] তিনি তাঁর প্রেয়সী ওয়াল্লাদার উদ্দেশ্য যে প্রেমের কবিতা রচনা করেন তার ভাষা, প্রাণ ও অনুভূতি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। ওয়াল্লাদার ক্ষেত্রে তাঁর প্রেমের প্রকাশ ছিল সত্য ও সুন্দর। কোমলতা ও প্রাণ্যোচ্ছাসের সাথে আবেগানুভূতির বহিঃপ্রকাশ। তাঁর প্রেমে ছিল উৎসাহ, আসক্তি, ব্যথা-বেদনা এবং অভিযোগ-অনুযোগ। অতীত জীবনের স্মৃতিচারণ, প্রেয়শীল সাথে খেলাধুলা ও আনন্দ বিনোদন, রাজপ্রাসাদ ও বাগান-বাগিচায় একান্তে মুখোমুখি বসে কাটানো সময়ের গল্পই ছিল কবির প্রেমগাথার উপজীব্য। কবি তাঁর কবিতায় খুব সময় তাঁর প্রেয়শী ও তাঁর শহরের নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি অনেক সময় তাঁর প্রেয়শীকে রাজকীয় বিশেষণে বিশেষায়িত করে তাঁর সম্মান ও মর্যাদা আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।[২৯] ইবন যায়দূন ওয়াল্লাদার প্রেমের গভীরতায় নিমজ্জিত ছিলেন। যখন কবির প্রেয়সী তাঁকে ছেড়ে চলে যায়, তখন উদাসীন ও পথহারা পথিকের মত বিষন্নতার কালো মেঘ কবির উপর চেপে বসে। কবি তাঁর প্রিয় মানুষের বিরহে কবিতা রচনা করে বলেন-

وَما اعْتَرَضَتْ هُمُومُ النَّفْسِ إِلَّا * وَمِنْ ذِكْرَاكَ رَيْحَانِي وَرَاحِي
فَدَيْتُكَ إِنَّ صَبْرِي عَنْكَ صَبْرِي * لَدَى عَطَشِي عَلَى الْمَاءِ الْقَرَاحِ[৩০]

[তোমার বিরহের দুঃশ্চিন্তা হঠাৎ যখন আমার হৃদয় মন্দিরে ভেসে ওঠে, তখন তোমার স্মরণ আমার কাছে সুগন্ধি ফুল এবং আনন্দের উপলক্ষ হয়।
আমি নিজেকে তোমার কাছে উৎসর্গ করলাম। (তোমাকে হারিয়ে) আমার ধৈর্য্য ধারণ করা যেন তৃষ্ণার্ত অবস্থায় পরিষ্কার পানির উপর ধৈর্য্য ধারণ করার মত।]

উপরোক্ত চরণ দু'টিতে কবি তাঁর মনের অবস্থা তুলে ধরে বলেন, দুঃশ্চিন্তার মুহূর্তে প্রেয়সীর স্মরণ তাঁর কাছে সুগন্ধিযুক্ত ফুলের মত মনে হয়। কবির নিকট প্রেয়সীকে ছাড়া জীবন অতিবাহিত করা খুব কষ্টের যেমন একজন তৃষ্ণার্থ ব্যক্তির নিকট পান করার মত পানি থাকার পরেও তা পান না করে পিপাসার্ত থাকা।

কবি নিজের প্রেমিকার প্রতি ভালবাসা ও তাঁর বিরহেই শুধু কবিতা রচনা করেননি বরং প্রেমিকার শহর কর্ডোভার স্মরণেও কবিতা রচনা করেছেন। তিনি কর্ডোভা ছেড়ে সেভিলে গমন করলে ছেড়ে যাওয়া শহরকে স্মরণ করেন এবং এটিকে প্রেমের শহর বলে আখ্যায়িত করেন।[৩১]

অনুগ্রহ কামনামূলক কবিতা (الاسْتِعطَاف)
অনুগ্রহ ও দয়া কামনা করাকে আরবিতে الاسْتِعطَاف বলে।[৩২] কোন ব্যক্তির নিকট ক্ষমা চেয়ে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ কামনা করে রচিত কবিতাকে শি'রুল ইস্তি'তাফ (شِعر الاسْتِعطاف) বলে।[৩৩] ইবন যায়দূন যখন কারাগারে জীবন অতিবাহিত করছিলেন তখন তিনি আবুল হাযম জাহওয়ারের কাছে বিনয় ও অনুশোচনা প্রকাশ করে কতিপয় কাসীদা রচনা করেন। এ সকল কাসীদায় তিনি আবুল হাযমের ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ কামনা করেন।[৩৪] কবি ইবন যায়দূন আবুল হাযম জাহওয়ারের প্রশংসা করে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ কামনা করে বলেন-

هُمَامٌ عَرِيقٌ فِي الْكِرَامِ وَقَلَّمَا * تَرَى ٱلْفَرْعَ إِلَّا مُسْتَمِدًّا مِنَ الأَصْلِ
نُهُوضٌ بِأَعْبَاءِ الْمُرُوءَةِ وَالتُّقَىٰ * سَحُوبٌ لِأَذْيَالِ السِّيَادَةِ وَالْفَضْلِ[৩৫]

[তিনি (আবুল হাযম) মহৎ ও মান-সম্মানে সম্ভ্রান্ত। অনেক সময় দেখা যায়, শাখা মূল থেকে আহরিত হয়।
যারা (আবুল হাযমের পূর্বপূরুষগণ) ছিলেন মানবতা ও খোদাভীরুতার মহান দায়িত্বসহ দণ্ডায়মান এবং নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের আঁচলের উদ্ধারকর্তা।]

আবুল হাযম জাহওয়ারের কাছে ক্ষমা পাওয়ার আশায় তাঁর পুত্র আবুল ওয়ালীদ ইবন জাহওয়ারের প্রশংসা করে তিনি কবিতা রচনা করে বলেন-

أَبُو الْوَلِيدِ قَدِ اسْتَوْفَىٰ مَنَاقِبَهُمْ * فَلِلتَّفَارِيقِ مِنْهَا فِيهِ مُجْتَمَعُ
هُوَ الْكَرِيمُ الَّذِي سَنَّ الْكِرَامُ لَهُ * زُهْرَ الْمَسَاعِي فَلَمْ تَسْتَهْوِهِ الْبِدَعُ[৩৬]

[আবুল ওয়ালীদ (পূর্বসূরীদের) সকল উত্তম গুণাবলী অর্জন করেছেন। বিভিন্ন রাজা-বাদশার প্রশংসনীয় গুণগুলো তাঁর মাঝে একত্রিত হয়েছে।
তিনি সম্মানিত, তিনি মহান মনীষীদের নির্দেশিত উজ্জ্বল পথে চলেছেন। তিনি কোন বিদআতের অনুসরণ করেননি।]

প্রশংসাগাথা (المَدِيح)

প্রশংসাগাথার আরবি প্রতিশব্দ হলো المدح ও المديح। শব্দ দু'টি বাবে فَتَحَ- يَفتَح এর মাসদার। এর অর্থ প্রশংসা করা, স্তুতি গাওয়া ও তারিফ করা।[৩৭] আরবি কাব্য সাহিত্যের অন্যতম বিষয়বস্তু হলো কারো প্রশংসা করে কবিতা রচনা করা। কবি ইবন যায়দূন প্রেমগাথার পর সর্বাধিক গৌরবগাথা রচনা করেন। তিনি কখনো অর্থ উপার্জনের আশায় কবিতা রচনা করেননি।[৩৮] তিনি রাজা-বাদশা, আমীর-উমারা ও রাজন্যবর্গের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছেন কখনো তাদেরকে খুশি করার জন্য আবার কখনো তাদের নৈকট্য লাভের জন্য আবার কখনো তাদের নিকট নিজের রাজনৈতিক অবস্থান পাকাপোক্ত করার জন্য।[৩৯] প্রশাংসাগাথা রচনায় ইবন যায়দুন তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের পদ্ধতি অনুসরণ করেন। অন্যান্য কবিদের মত তিনিও প্রশংসিত ব্যক্তির বদান্যতা, শৌর্য-বীর্য, বীরত্ব ও খোদাভিরুতাসহ নানান উত্তম গুণাবলী উল্লেখ করে রচনা করেন। প্রশংসা করার ক্ষেত্রে কবি কখনো অতিরঞ্জন করেননি। তিনি বিশেষভাবে আবুল হাযম ইবন জাহওয়ার, তাঁর পুত্র আবুল ওয়ালীদ মুহাম্মাদ আল-মু'তাদিদ ইবন 'আব্বাদ, তাঁর ছেলে আল মু'তামিদ, আবুল মুযাফফরসহ অন্যান্য রাজন্যবর্গের প্রশংসা করে কবিতা রচনা করেন।[৪০] ৪৩৫ হিরজীতে পিতার ইন্তিকালের পর আবুল ওয়ালীদ ইবন জাহওয়ার কর্ডোভার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে কবি ইবন যায়দূন অত্যন্ত আনন্দ ও উল্লসিত হন। আবুল ওয়ালীদের সাথে কবির বন্ধুত্বপূর্ণ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার সুবাদে তিনি আরো অধিক তাঁর নিবকবর্তী হয়ে উঠেন। কবি তাঁর বন্ধুর কর্ডোভার শাসক হওয়ার আনন্দে তাঁর মনের খুশি প্রকাশ করে কাসীদা রচনা করেন। তিনি আবুল ওয়ালীদের প্রশংসায় বলেন-

لِلْجَهْوَرِيِّ أَبِي الْوَلِيدِ خَلَائِقٌ * كَالرَّوْضِ أَضْحَكَهُ الْغَمَامُ الْبَاكِي
مَلِكٌ يَسُوسُ الدَّهْرَ مِنْهُ مُهَذَّبٌ * تَدْبِيرُهُ لِلْمُلْكِ خَيْرُ مَلَاكِ[৪১]

[আবুল ওয়ালীদ ইবন জাহওয়ারের বৈশিষ্ট্যসমূহ সেই উদ্যানের মত, যাকে ক্রন্দনকারী মেঘমালা হাসায় অর্থাৎ যে উদ্যানে মেঘ বৃষ্টি বর্ষণ করে সতেজ রাখে।
তিনি এমন এক অধিপতি যিনি যুগকে (প্রজাদের) ভদ্র ও মার্জিতভাবে শাসন করেন। তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনা উত্তম শাসকের মত।]

যখন মু'তাদিদ ইবন 'আব্বাদ (১০১৬-১০৬৯ খ্রি.) স্পেনের সেভিলের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন, তখন কবি ইবন যায়দূন তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেন। কবির সাথে আল-মু'তাদিদের ঘনিষ্ঠতার দরুন তাঁকে মন্ত্রিত্বের দায়িত্বভার প্রদান করেন। কবি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসার প্রমাণ স্বরূপ আল-মু'তাদিদের প্রশংসায় কাসীদা রচনা করেন।[৪২] কবি বলেন-

رَأَيْنَاكَ فِي أَعْلَى الْمُصَلَّىٰ كَأَنَّهَا * تَطْلُعُ مِنْ مِحْرَابِ دَاوُودَ يُوسُفُ[৪৩]

[আমরা আপনাকে মুসল্লার সুউচ্চ স্থানে আরোহণ করতে দেখি, যেন আপনি (প্রজ্ঞায়) ইউসুফ (আ.) ও দাউদ (আ.) এর মেহরাব থেকে উদিত হয়েছেন।]

কবি ইবন যায়দূন খলীফা আল-মু'তাদিদকে যোগ্যতা ও ক্ষমতার বিবেচনায় আল্লাহর নবী দাউদ (আ.) যাকে দুনিয়ায় বাদশাহী দেওয়া হয়েছে এবং নবী ইউসুফ (আ.) যাকে দুনিয়াতে মন্ত্রিত্ব প্রদান করা হয়েছে, উভয়ের অনুসারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

শোকগাথা (الرِّثَاء)

শোকগাথার আরবি শব্দ হলো আর-রিছা (الرثاء)। আর-রিছা-এর আরো অর্থ হলো শোক, মর্সিয়া, বিলাপ করা ও সহানুভূতি প্রকাশ করা ইত্যাদি।[৪৪] শোকগাথা আরবি কাব্য সাহিত্যের অন্যতম বিষয়বস্তু। অধিকাংশ কবি অন্যান্য বিষয়ের সাথে শোকগাথাও রচনা করেন। কবি ইবন যায়দূনের বিশাল কাব্য ভাণ্ডারের একটি অংশ জুড়ে আছে বিভিন্ন রাজা-বাদশা, খলীফা-আমীর ও রাজন্যবর্গ এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে কবিতা। তিনি খলীফা আবুল হাযম জাহওয়ার, আল-মু'তাদিদ, কাজী আবূ বকর ইবন যাকওয়ান, ইবন জাহওয়ারের মাতা, মু'তাদিদের মাতা ও তাঁর কন্যার ইন্তিকালে শোকগাথা রচনা করেন।[৪৫] আবুল হাযমের ইন্তিকালের পর তাঁর উত্তম গুণাবলীর বর্ণনা তুলে ধরে ইবন যায়দূন শোক প্রকাশ করে কাসীদা রচনা করেন। পরবর্তীতে আবুল ওয়ালীদের মাতার ইন্তিকালের পর একই ছন্দ ও ধারা ব্যবহার করে কাসীদা রচনা করেন। অতঃপর মু'তাদিদ যখন ইন্তিকাল করেন তখন কবি তাঁর জন্য অনুরূপ ছন্দ ও পদ্ধতি ব্যবহার করে কাসীদা রচনা করেন।[৪৬] খলীফা মু'তাদিদের মাতার ইন্তিকালে ইবন যায়দূন তাঁর খোদাভীরুতা, দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের প্রতি তাঁর সহানুভূতির কথা উল্লেখ করে একটি কাসীদা রচনা করেন। কবি বলেন-

لِتَبْكِ الْأَيَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ فَقِيدَةٌ * هِيَ الْمُزْنُ أَحْيَا صَوْبُهُ ثُمَّ أَقْشَعَا
مُسَبِّحَةُ الْأَنَاءِ قَانِتَةُ الضُّحَى * ثَوَتْ فَثَوَى مُغْنِي التَّأَوُّهِ بَلْقَعَا[৪৭]

[বিধবা ও ইয়াতীমরা তাঁর (মু'তাদিদের মাতার) মৃত্যুতে অবশ্যই কাদবে। তিনি মেঘমালা সমতুল্য যিনি তাঁর বৃষ্টির (দান) মাধ্যমে পৃথিবীকে সতেজ করে রেখেছেন।
তিনি রাত্রিতে তাসবীহ পাঠকারিনী এবং সকালে এবাদত কারিনী। যখন তিনি মৃত্যু বরণ করেন তখন আর্তনাদের বাসস্থান জনশূন্য হয়ে পড়েছে।]

উল্লিখিত চরণ দু'টিতে কবি খলীফা আল-মু'তাদিদের মাতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তিনি আল-মুতাদিদের মাতাকে মেঘমালার সাথে এবং তাঁর দানকে বৃষ্টির সাথে তুলনা করেছেন।

বর্ণনামূলক কবিতা (الوصف)

বর্ণনামূলক কবিতা আরবি কাব্য সাহিত্যের অন্যতম বিষয়বস্তু। আরবি কাব্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে পরিলক্ষিত হয় যে, বিভিন্ন যুগের কবিগণ এ বিষয়ে কবিতা রচনায় অবদান রাখেন। স্পেনের আরবি সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ইবন যায়দূন নিজ মাতৃভূমি এবং এর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলির বর্ণনা দিয়ে অনেক দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত কাসীদা রচনা করেন। তিনি প্রেমের বর্ণনার সাথে প্রাকৃতিক বস্তুর বর্ণনাও সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেন। তিনি কবিতায় প্রেম ও প্রকৃতির বর্ণনা এক সাথে তুলে ধরেন যার ফলে তাঁকে প্রেম ও প্রকৃতির কবি বলা হয়। তিনি নিজ প্রেয়সীর বর্ণনার সাথে তাঁর আশপাশের দৃশ্যের চিত্রও সাবলিল ভাবে কাব্যিক ছন্দে তুলে ধরেন। কবি প্রেয়সীর সাথে কাটানো অভিসারের মূহূর্তগুলো ব্যক্ত করে বলেন।

كَأَنَّ عَشِيَّ الْقَطْرِ فِي شَاطِئِ النَّهْرِ * وَقَدْ زَهَرَتْ فِيهِ الْأَزَاهِرُ كَالزَّهْرِ
تَرُشُّ بِمَاءِ الْوَرْدِ رَشًّا وَتَنْثَنِي * لِتَغْلِيفِ أَفْوَاهٍ بِطَيِّبَةِ الْخَمْرِ[৪৮]

[আমরা প্রেমিক যুগল বৃষ্টির দিনে সন্ধা বেলায় নদীর উপকূলে অভিসারে আনন্দময় সময় অতিবাহিত করছিলাম। যেখানে সুশোভিত পুষ্পরাজি জ্বলজ্বল করছিল।
সে দিন ফুল থেকে নির্গত জলরাশি আমাদেরকে সিক্ত করেছিল। আর আমরা পবিত্র শরাবের দ্বারা চেহারা ঢাকতে (পরস্পরের প্রতি) ঝুঁকে পড়েছিলাম।]

কবি উপরোক্ত পংক্তিদ্বয়ে তাঁর অতীত জীবনের স্মৃতিচারণ করে বলেন, তাঁরা প্রেমিক যুগল প্রেমাভিসারে নদীর তীরে সন্ধা বেলায় মনোরম সময় কাটান। তাদের চারপাশের পরিবেশ ছিল যেন ফুলের রাজ্য।

উপসংহার

ইবন যায়দূন হলেন আরবি সাহিত্যাকাশে একজন উজ্জল নক্ষত্র। তিনি তাঁর সমকালীন স্পেনের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁকে প্রেম ও প্রকৃতির কবি বলা হয়। তাঁর সাহিত্য ভান্ডার অতি সমৃদ্ধ। গদ্য-পদ্য উভয় শাখাতেই তাঁর পদচারণা লক্ষ্যণীয়। ইবন যায়দূনকে তাঁর ভাষার প্রাঞ্জলতা, শব্দ চয়ন ও বাক্যের বিন্যাসের বিবেচনায় আব্বাসীয় যুগের প্রখ্যাত কবি আল-বুহতুরীর সাথে তুলনা করা হয়। কবিতায় রূপকার্থের ব্যবহার, উপমার উপস্থিতি ও নান্দনিক ভাষার শব্দ চয়নের কারণে তাঁর কাব্যসাহিত্য বিশ্বদরবারে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে উঠে। ইবন যায়দূন একজন রাজনীতিবিদ হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্য পরিসরে যে অসাধারণ অবদান রাখেন তা প্রশংসার দাবিদার। তাই তিনি বিশ্ব আরবি সাহিত্যের ইতিহাসে চিরভাস্মর হয়ে থাকবেন।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

[১] উমার রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন* (বৈরূতঃ মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৩খ্রি.), পৃ. ১৭৭; ড. আহমাদ দায়্যিফ, *বালাগাতুল 'আরাব ফিল আন্দালুস* (মিসরঃ মাতবা'আতু মিসর, ১৯২৪খ্রি.), পৃ. ৭৫।

[২] হিশাম ইবন আল-হাকাম (৯৬৫-১০১৩খ্রি.) ছিলেন স্পেনের উমাইয়াদের দশম শাসক এবং কর্ডোভার তৃতীয় খলীফা।

[৩] ড. শাওকী দায়্যিফ, *ইবন যায়দুন* (দারুল মা'আরিফ, তা.বি. ১১শ সংস্করণ), পৃ. ১৫; আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী* (বৈরূতঃ দারুল মা'রিফা, ১৯৯৩খ্রি.), পৃ. ৩২৯।

[৪] আহমাদ ইসকান্দারী গং, *আল-মুফাসসাল ফী তারীখিল আদাবিল আরাবী*, ২য় খণ্ড (কায়রোঃ মাতবা'আতু আমীরিয়্যাহ, ১৯৩৪খ্রি.), পৃ. ১৪৯; আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৯-৩৩০।

[৫] *দীওয়ানু ইবন যায়দুন*, ড. ইউসুফ ফারহাত কর্তৃক সম্পাদিত (বৈরূতঃ দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৯৯৪খ্রি.), পৃ. ৪৪; আলী আব্দুল আযীম, *দীওয়ানু ইবন যায়দূন ওয়া রাসায়িলুহু* (মিসরঃ নাহযাতু মিসর, তা.বি.), পৃ. ২৪-২৫।

[৬] *দীওয়ানু ইবন যায়দুন*, পৃ. ৪৪; ড. শাওকী দায়্যিফ, *ইবন যায়দূন*, পৃ. ১৭।

[৭] আবু আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ আল-মুসতাকফী বিল্লাহ (৯৭৬-১০২৫খ্রি.) মুসলিম স্পেনের ১১তম খলীফা। তিনি ১০২৪-১০২৫খ্রি. দুই বছর স্পেনের শাসন কার্য পরিচালনা করেন।

[৮] আহমাদ দায়্যিফ, *বালাগাতুল 'আরাব ফিল আন্দালুস* (তিউনিসঃ দারুল মা'আরিফ, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৮খ্রি.), পৃ. ৭৫-৭৬।

[৯] *আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩০; ড. উমার আদ-দাখাখ, *মালামিহু শি'রিল আন্দালুসী* (বৈরূতঃ দারুশ শারখ, ১৯৭৫খ্রি.), পৃ. ১৩৬।

[১০] ইবন বাসসাম, *আয-যাখীরাতু ফী মাহাসিনি আহলিল জাযীরাহ* (বৈরূতঃ দারুস সাকাফা, ১৯৯৭খ্রি.), পৃ. ৪২৯-৪৩০।

[১১] ড. শাওফী দায়্যিফ, *ইবন যায়দূন*, পৃ. ২২-২৩।

[১২] *প্রাগুক্ত*; খায়রুদ্দীন আল-যিরিকলী, *আল-আ'লাম*, ১ম খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল 'ইলম লিল মালায়িন, ১৯৮৬খ্রি.), পৃ. ১৫৮।

[১৩] খায়রুদ্দীন আল-যিরিকলী, *আল-আ'লাম*, পৃ. ১৫৮; বুতরুস আল-বুসতানী, *উদাবাউল আরাব ফিল আন্দালুস ওয়া 'আসরিল ইনবি'আছ* (বৈরূতঃ দারু নাযীর 'আবুদ, ১৯৮৯খ্রি.), পৃ. ১১৯-১২০; আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩০।

[১৪] আহমাদ দায়্যিফ, *বালাগাতুল 'আবার ফিল আন্দালুস*, পৃ. ৬২-৬৩; আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩০; ইবন বাসসাম, *আয-যাখীরাতু ফী মাহাসিনি আহলিল জাযীরাহ*, পৃ. ৩৩৭-৩৩৮।

[১৫] সেভিল স্পেনের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত একটি বড় শহর।

[১৬] আহমাদ ইসকান্দারী গং, *মুফাসসাল ফী তারীখিল আদাবিল 'আরাবী*, পৃ. ১৫০, ড. এস.এম. আব্দুছ ছালাম, *আরবী সাহিত্য প্রতিভা* (রাজশাহী: সালেহা পাবলিকেশন্স, ২০০৯খ্রি.), পৃ. ৪৬।

[১৭] ড. শাওফী দায়্যিফ, *ইবন যায়দূন*, পৃ. ২৮।

[১৮] বুতরুস আল বুসতানী, *উদাবাউল 'আরাব*, পৃ. ১২১; হান্না আল-ফাখূরী, *আল জামি' ফী তারীখুল আদাবিল 'আরাবী, আল-আদাবুল কাদীম* (বৈরূতঃ দারুল জীল, ১৯৮৬খ্রি.), পৃ. ৯২৭; ড. এস. এম. আব্দুছ ছালাম, *আরবী সাহিত্য প্রতিভা*, পৃ. ৪৮-৪৯; ইবন খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪০।

[১৯] ড. ফাওযী খিদর, *'আনাসিরুল ইবদা'ইল ফান্নি ফী শি'রি ইবন যায়দূন* (কুয়েতঃ ২০০৪খ্রি.), পৃ. ১৫; খায়রুদ্দীন আল-যিরিকলী, *আল-আ'লাম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮।

[২০] বুতরুস আল-বুসতানী, উদাবাউল *'আরাব*, পৃ. ১২১; আহমাদ ইসকান্দারী গং, *আল-মুফাসসাল ফী তারীখিল আদাবিল 'আরাবী*, পৃ. ১৩৯; আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩১।

[২১] বুতরুস আল-বুসতানী, উদাবাউল *'আরাব*, পৃ. ১২২।

[২২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১ এস. এম. আব্দুছ ছালাম, *আরবী সাহিত্য প্রতিভা*, পৃ. ৫০।

[২৩] আহমাদ মুখতার 'উমার, *মু'জামুল লুগাতিল 'আরাবিয়্যা আল-মু'আসিরা* (কায়রোঃ আ'লামুল কুতুব, ২০০৮খ্রি.), পৃ. ৪১০-১৪১১।

[২৪] গাযী তুলায়মাত, *আল-আদাবুল জাহিলী* (বৈরূতঃ দারুল ফিকরিল মু'আসির, ২০০১খ্রি.), পৃ. ১৩৫; ড. মোহাম্মাদ আব্দুল মুন'ইম খাফাজী গযলের সংজ্ঞায় বলেন- الغزل هو الاشتهار بموادة النساء وتتبعهن والحديث إليهن. [গযল হলো, নারীদের প্রতি ভালবাসায় প্রসিদ্ধ হওয়া, তাদেও অনুসরন করা এবং তাদেও সাথে কথা।] দ্রঃ ড. মোহাম্মাদ আব্দুল মুন'ইম খাফাজী, *আল-হায়াতুল আদাবিয়্যাহ ফিল 'আসরিল জাহিলী* (বৈরূতঃ দারুল জিল, ১৯৯২খ্রি.), পৃ. ৩৩৪।

[২৫] আহমাদ ইসকান্দারী গং, *আল-মুফাসসাল ফী তারীখিল আদাবিল 'আরাবী*, পৃ. ১৪০; ড. 'উমার ইবরাহীম তাওফীক, *আল-ওয়াফী ফী তারীখিল আদাবিল 'আরাবী ফিল-আন্দালুস* (ইরাকঃ জামিয়া কারকুক, ২০১১খ্রি.), পৃ. ১০৪।

[২৬] ড. শাওফী দায়্যিফ, *ইবন যায়দুন*, পৃ. ৩৫-৩৬; ড. রিদওয়ান আদ-দায়া, *ফিল আদাবিল আন্দালূসী* (বৈরূতঃ দারুল ফিকরিল মুআ'সির, ২০০০খ্রি.), পৃ. ৩১৫।

[২৭] *দীওয়ানু ইবন যায়দূন*, পৃ. ২০৭।

[২৮] ড. এস. এম. আব্দুছ ছালাম, *আরবী সাহিত্য প্রতিভা*, পৃ. ৫০; বুতরুস আল-বুসতানী, *উদাবাউল 'আরাব*, পৃ. ১২২।

[২৯] বুতরুস আল-বুসতানী, উদাবাউল *'আরাব*, পৃ. ১২৫।

[৩০] *দীওয়ানু ইবন যায়দূন*, পৃ. ৫৮।

[৩১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৬; ড. শাওকী দায়্যিফ, *ইবন যায়দূন*, পৃ. ৫৮।

[৩২] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশণী, ২৬তম মুদ্রণ, ২০১৮খ্রি.), পৃ. ৮৭।

[৩৩] মুহাম্মাদ জাসির জাবালী আসআ'দ, *ইস্তি'তাফ ফিশ শি'রিল আন্দালূসী 'আসরা মুলূকিত তাওয়ায়িফ* (ফিলিস্তিনঃ নাবলূস আন-নাজাহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা অনুষদের অধীনে আরবি ভাষা বিভাগে মাস্টারস ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ২০০৩খ্রি.), পৃ. ৮।

[৩৪] ড. শাওকী দায়্যিফ, *ইবন যায়দূন*, পৃ. ৬০; হান্না আল-ফাখূরী, *আল-জামি' ফী তারীখুল আদাবিল 'আরাবী, আল-আদাবুল কাদীম* (বৈরূতঃ দারুল জীল, ১৯৮৬খ্রি.), পৃ. ৯২৭।

[৩৫] *দীওয়ানু ইবন যায়দূন*, পৃ. ১৭১; শাওফী দায়্যিফ, *ইবন যায়দূন*, পৃ. ৬১।

[৩৬] *দীওয়ানু ইবন যায়দূন*, পৃ. ১৬৮; ড. শাওফী দায়্যিফ, *ইবন যায়দূন*, পৃ. ৭০।

[৩৭] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী*, পৃ. ৭০।

[৩৮] ড. 'উমার ইবরাহীম তাওফীক, *আল-ওয়াফী ফী তারীখিল আদাবিল 'আরাবী ফিল-আন্দালুস*, পৃ. ১০৬।

[৩৯] ড. রিদওয়ান আদ-দায়া, *ফিল আদাবিল আন্দালূসী*, পৃ. ৩২২।

[৪০] বুতরুস আল-বুসতানী, উদাবাউল *'আরাব*, পৃ. ১২২; ড. শাওফী দায়্যিফ, *ইবন যায়দূন*, পৃ. ২১১।

[৪১] *দীওয়ানু ইবন যায়দূন*, পৃ. ২৪১; ড. শাওফী দায়্যিফ, *ইবন যায়দূন*, পৃ. ৭৩।

[৪২] ড. শাওকী দায়্যিফ, *ইবন যায়দূন*, পৃ. ৮০।
[৪৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪; 'আলী 'আব্দুল 'আযীম, *দীওয়ানু ইবন যায়দূন ওয়া রাসায়িলুহু*, পৃ. ৪৯৬।
[৪৪] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী*, পৃ. ৫০৬।
[৪৫] বুতরুস আল বুসতানী, *উদাবাউল 'আরাব*, পৃ. ১৩৪।
[৪৬] ড. শাওকী দায়্যিফ, *ইবন যায়দূন*, পৃ. ৮৮।
[৪৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০-৯১; *দীওয়ানু ইবন যায়দূন*, পৃ. ১৭৩।
[৪৮] 'আলী 'আব্দুল 'আযীম, *দীওয়ানু ইবন যায়দূন ওয়া রাসায়িলুহু*, পৃ. ২৪৪-২৪৫।